দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 AUG 1995 ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪ ...

৬।

বেসরকারী শিক্ষকদের পদে পদে দৌরাত্ম্য হজম করতে হয়

মাহমুদুল বাসার

এ নিবন্ধ যখন লিখতে বসি তখন জুলাই মাসের ২ তারিখ। এখনও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মে মাসের সরকারী অনুদান পাননি। তাঁরা অনুদান পেয়েছেন ঈদ-উল-আযহার আগে। কোন বোনাস দেয়ার সিস্টেম সরকার করেনি অথচ সরকার অহরহ শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয়ের কথা বলে থাকে। ঈদের আগে যদি শিক্ষকরা সামান্য টাকা পেয়ে থাকেন নিশ্চয়ই সে টাকা ঈদেই খরচ হয়ে গেছে। তাহলে মে মাসের টাকা জুলাই মাসের সপ্তাহান্তে দেয়ার কি এমন মানবিক যুক্তি থাকতে পারে? আমলাতান্ত্রিক এই দৌরাত্ম্য শুধুমাত্র বেসরকারী শিক্ষকদের হজম করতে হচ্ছে। জুলাই মাসের ৬ তারিখ থেকে শুরু হয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর সাথে সাথে বেসরকারী শিক্ষকদের বিড়ম্বনাও শুরু হয় সেই সঙ্গে। প্রতিবছর সরকারের ক্ষুদে আমলা-অফিসাররা পরীক্ষার সময় শিক্ষকদের ওপর যে দৌরাত্ম্য দেখায়, তা শুধুমাত্র পরিবার-পরিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হজম করতে হয়। যাঁর শরীরে এক ফোঁটা রক্ত আছে তার কখনও এমন অমার্জিত ব্যবহার সহ্য করার কথা নয়।

আমলা-অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, নকল প্রতিরোধ নয়, নকল তাদের ধরতেই হবে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নকল না পাওয়া যায়, তাহলে মাথায় খুন চড়ে যায়। পরীক্ষার হলে সহিংস উগ্রমূর্তিতে বন বন করে ঘুরতে থাকেন। এরপর শুরু হয় তুচ্ছ অজুহাত খোঁজা। পায়ের কাছে বাতাসে উড়ে আসা এক টুকরো নকল নয় এমন কাগজ পেলেও সাধারণত নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের নির্মমভাবে বহিষ্কার করা হয়। হয়ত সে একজন দরিদ্র, নিয়মিত, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ছাত্র বা ছাত্রী। যারা নকল করে ধরা পড়ে তারা বহিষ্কৃত হলে কিছু বলার নেই। তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিও নেই। আমাদের বক্তব্য, নকল ধরার নামে পরীক্ষার হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে যে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয়, যে হয়রানি করা হয়, পরিবেশের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়— তার বিরুদ্ধে।

এই পর্ব শেষ হলে শুরু হয় শিক্ষকদের ধমকানো। বলা হয়, "আরে সাহেব, ছেলেরা কথা বলে, আমি দেখি আর আপনি দেখেন না?"

শিক্ষকরা প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিলেও বলা হয়, "বাসা থেকে সেরে আসতে পারেন না? নাকি ডাইবেটিস হয়েছে?"

শুধুমাত্র পেটের দায়ে, চাকরি রক্ষার তাগিদে এমন অপমান বেসরকারী শিক্ষকদের হজম করতে হয়। ভূমি জরিপ বিভাগের সহকারী কমিশনার সাহেবও যখন এমন দৌরাত্ম্য দেখান, তখন বড় কষ্ট লাগে। কেননা ভূমি জরিপের কেসেক্কারি বাংলাদেশে কিংবদন্তির মতো। সরকারী চাকরির স্বপদে এসব মহারথীরা বেসরকারী শিক্ষকদের সাথে বাসাবাড়ি চাকরের মতো ব্যবহার করেন। এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পরীক্ষার খাতা দেখার প্রসঙ্গেও রয়েছে বৈষম্য। অধিকাংশে বেসরকারী শিক্ষকের প্রধান পরীক্ষক হয়ে থাকেন সরকারী কলেজের শিক্ষক। তাঁরা অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ— এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা পরীক্ষকদের ওপর যে দৌরাত্ম্য দেখান, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। আসলে 'প্রভু' হচ্ছে একটা ভাইরাস। তা না হলে শিক্ষক কেন পুলিশ অফিসারের মতো ব্যবহার করবেন?

প্রধান পরীক্ষকরা বোর্ড অফিসে খাতা বণ্টনের দিন খুব মহৎ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। অথচ ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষকদের সাথে আচরণ করেন অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। খুবই তুচ্ছ কারণে দূর-দূরান্ত থেকে নিরীহ শিক্ষকদের টেলিগ্রাম করে বাসায় ডেকে আনান। বেচারীরা আসতে বাধ্য হন। শিক্ষকরা অধিকাংশ সময় নিজস্ব বিবেক খাটিয়ে খাতায় মার্কিং করতে পারেন না। ৫০-এর ওপর যুক্তিসঙ্গত কারণেও কোন পরীক্ষার্থীকে নম্বর দেয়া হলে প্রধান পরীক্ষকদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। কি ব্যাপার, এত নম্বর পেল কিভাবে? তারপর নির্দয়ভাবে সে নম্বর কমিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই পরীক্ষকদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

গত বছর আমি এ রকম এক প্রধান পরীক্ষকের পাল্লায় পড়েছিলাম। এই প্রথম কম্পিউটার সিস্টেমে খাতা দেখার কারণে আমার ৫টি খাতা ভুল হয়ে যায়। আমি সে ভুল খাতা নিয়ম মাফিক প্রধান পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেই। ভুল হলে যে ফর্ম পূরণ করতে হয়। তাও পূরণ করি। তবুও তিনি আমাকে টেলিগ্রাম করে ডেকে নিয়ে হেদায়েত করলেন। তাতেও রেহাই পেলাম না। তিনি বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আমার ২১টি খাতা ভুল দেখিয়ে আমার রুটি-রুজির ওপর আঘাত করেন। তাঁর অধীনস্থ কয়েকজন পরীক্ষক আমাকে জানালেন, প্রত্যেক পরীক্ষককে টেলিগ্রাম করা ওনার একটা ম্যানিয়া। এত ছুঁৎমার্গিতা ওনার আছে, এমন কোন পরীক্ষক নেই যার ভুল আবিষ্কার করেননি তিনি।

ওই প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে একটি মজাদার গল্প শুনেছি। গল্প নয় সত্য ঘটনা। উনি চট্টগ্রামের এক শিক্ষিকাকে যথারীতি স্বভাবসুলভ স্টাইলে টেলিগ্রাম করে বাসায় ডেকে আনেন। ওই শিক্ষিকা বাসায় এসে কঠোর মূর্তিতে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি জানেন, কাকে আপনি টেলিগ্রাম করেছেন? এক সময় আমি আপনার প্রধান শিক্ষক ছিলাম। দু'বছর আপনি আমার অধীনে খাতা দেখেছেন। জানেন, অত্র জেলার এডিসি আমার ছোট ভাই হয়?"

পাল্টা এমন ধাক্কা খেয়ে প্রধান পরীক্ষক সাহেব একেবারে হাত জোড় করার মতো অবস্থা। কথায় বলে, শক্তের ভক্ত নরমের যম।

অবশ্য স্বেচ্ছাচারীরা চলেন দুর্বল চিত্তের শিক্ষকের ওপর। তাঁরা প্রায় সবক্ষেত্রে মেকিয়াভেলির সূত্র অনুকরণ করে থাকেন। আর বেসরকারী শিক্ষকরা পরিবেশের কারণে হয়ে থাকেন শিয়াল, তাঁদের ওপর ক্ষমতাশালী লোকজন নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন।